ISSN 0976-9463
Volume 28 • Issue 1 • Number 49

তবু একলব্য

৪৯

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities
কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী নজরুল

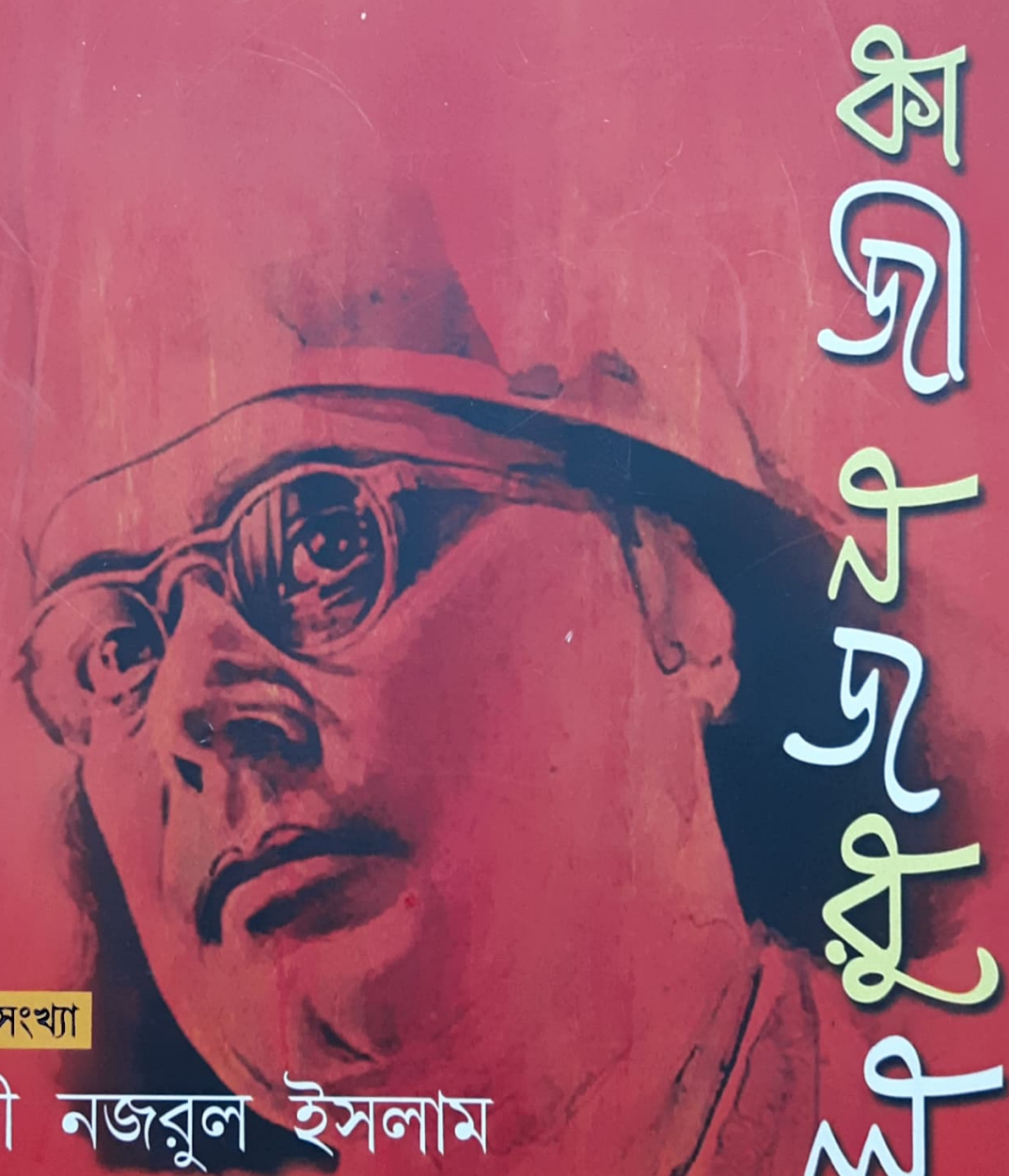

বিশেষ সংখ্যা

কাজী নজরুল ইসলাম

সম্পাদনায়
তপন মণ্ডল || শামস্ আল্‌দীন

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

49

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities
Volume 28, Issue 1
Number 49
Published : January 2022
First Edition : January 2023
ISSN : 0976-9463
ISBN : 978-93-92110-22-1

Kaji Nazrul Islam
Vol. II

TABU EKALAVYA

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
Ashis Chattopadhyay
President : Biplab Majee
Vice-President : Tapan Mandal
Executive Editor : Sushil Saha
Editor : Debarati Mallik
Working Editor : Tapas Pal
Editor-in-Chief : Dipankar Mallik
e-mail : tabuekalavya@gmail.com
Website : www.tabuekalavya.in
facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৩৯৯ টাকা

ISSN : 0976-9463

তবু একলব্য

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

সহ-সভাপতি
তপন মন্ডল

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সেলিনা হোসেন
রামকুমার মুখোপাধ্যায়
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধন চট্টোপাধ্যায়
আশিস চট্টোপাধ্যায়

নির্বাহী সম্পাদক
সুশীল সাহা

সহযোগী সম্পাদক
তাপস পাল

সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক ও দীপঙ্কর মল্লিক

সাংগঠনিক কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক
সৌমি দাশ ও মৌমিতা বিশ্বাস

পত্রিকার সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক
বিদিশা সিন্‌হা ও অঙ্কিতা মুখার্জী।

উপদেষ্টামণ্ডলী

মনোজ মিত্র, বিভাস রায়চৌধুরী, পবিত্র সরকার, সমীর রক্ষিত, নলিনী বেরা, অমর মিত্র, জয়া মিত্র, বাসব চৌধুরী, তপোধীর ভট্টাচার্য, ব্রততী চক্রবর্তী, শুভময় মণ্ডল, বারিদ বরণ ঘোষ, সত্যবতী গিরি, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শহীদ ইকবাল, দীপক রায়, উদয়চাঁদ দাশ, সনৎকুমার নস্কর, সুখেন বিশ্বাস।

সম্পাদকমণ্ডলী

সোনালি মুখার্জি, ঊর্মি রায়চৌধুরী, প্রসূন ঘোষ, মীর রেজাউল করিম, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন্দু মণ্ডল, অর্জুন সেনশর্মা, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, সোমা ভদ্র রায়, সৌমি দাশ, মৌমিতা বিশ্বাস, স্বাগতা দাস মোহান্ত, আশিস রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল, বরুণজ্যোতি চৌধুরী, আনিসুর রহমান, শ্যামাচরণ মণ্ডল, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, শকুন্তলা দাস, বিদিশা সিন্‌হা, বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, দেবযানী সেনগুপ্ত, অনিমেষ গোলদার, হৃষিতা গুপ্তবক্সী, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, গৌতম দাস, চিত্রা সরকার, সুবীর সেন, বিপ্লবকুমার সাহা, রচনা রায়।

বিষয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী

গোপা দত্ত ভৌমিক, অপর্ণা রায়, বেলা দাস, সুমন গুণ, সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণ্ময় প্রামাণিক, রমেন কুমার সর, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অতনু শাশমল, শেখর সমাদ্দার, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বতোষ চৌধুরী, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুমনা দাস সুর, নন্দিনী ব্যানার্জী, সুজিতকুমার পাল, সেলিম বক্স মণ্ডল।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সৃজন ও সাহিত্য চেতনায় সাম্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মহিতোষ গায়েন

দেশ-ভারতবর্ষ, সময়-ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ। জাগরিত হয়েছে জাতীয় চেতনা-সচেতনতা, যার নিগড়ে সযত্নে লালিত হয় স্বাধিকার, স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস; জন্ম নেয় আত্মসচেতন, আধুনিক, যুক্তিনিষ্ঠ, প্রাচীন ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মন ও মনন; আবদ্ধ হয় ঐক্যবন্ধনে, বহুধা বিভক্ত জাতি-গোষ্ঠী একাত্ম হয় একজাতি ধারণায়, উন্মেষ ঘটে জাতীয়তাবাদের। এরূপ একজাতি-একপ্রাণ-একতার আদর্শপুষ্ট, বীরদর্পে 'ধূমকেতু'-র তেজস্বী বর্ণমাধুর্যে প্রকট হন কবি কাজী নজরুল ইসলাম; এক জ্বলন্ত সূর্য, মহান জাতীয়তাবাদী কবি।

১৯০০-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ ভারতবর্ষে বিদ্রোহ-বিপ্লবের যুগ, তখন ভারতের ভাগ্যাকাশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দামামা বেজে চলেছে নজরুল সেখানে এক অনন্য শরিক, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে এক উদ্ধত সৈনিক-সন্তান। অগ্নিযুগের পট-পরিবর্তনের আগেই পরিবর্তন নেমে আসে কবির সৃজনশীল মানস পরিমণ্ডলে, ক্রমাগত আধ্যাত্মিকতা-প্রেম-সংগীত সাধনায় হন আপ্লুত। ১৯৭৬-এ তাঁর নশ্বর দেহের অবসান হলেও কবি-কর্মের অবদান আজও স্বমহিমায় ভাস্বর এবং প্রবলভাবে সমকালীন।

কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বিদ্রোহী কবি ছিলেন না, তার কাব্য সৃজন ও সাহিত্য চেতনা সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত কিন্তু তাঁর সাহিত্য চেতনায় সাম্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ যে ইতিহাসের অলিন্দে প্রবেশ করেছিল তা পূর্ববর্তী কোনো গবেষণায় তেমনভাবে উঠে আসেনি। সমকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তিনি যে মুখ সরিয়ে থাকেননি তা এই প্রবন্ধে তথ্যের আলোকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা হয়েছে সাবলীলভাবেই, তাঁর সাহিত্য সৃজন শুধুমাত্র সাহিত্যের

বিকাশ বা আত্মপ্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতমাতার লাঞ্ছনাকে হৃদয়ে বিদ্ধ করে অবচেতন মনে চেতনা ফেরাতেই তার লেখনী ধরা। ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষুর নিষেধ অগ্রাহ্য করে তার লেখনী যে প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিল তা নিশ্চিত।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাব্যধারার মাধ্যমে সংযুক্ত করে ইতিহাসের অলিগলিতে তিনি সম্রাটের ন্যায় বিচরণ করে পরাধীন ভারতের মুক্তির স্বপ্নকে করে তুলেছিলেন উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ। তাঁর লেখনীর বিভিন্ন অভিমুখ আলোচ্য গবেষণায় গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে আগামী প্রজন্ম তথ্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তাদের জ্ঞান-জগতের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। দেশ-কাল, সাহিত্যচর্চা ও গবেষণাকে আরও সমৃদ্ধ ও ক্ষুরধার করতে এই গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বাস্তবের নিরিখে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

জন্ম লগ্নেই নজরুলের ভাগ্যভূমিতে রোপিত হয়েছিল দুর্বিষহ দারিদ্র্যের বীজ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে দীন-দরিদ্র কাজী ফকির আহমদের চুরুলিয়ার পর্ণকুটিরে মা জাহেদা খাতুনের কোলে অগ্নিশিশু নজরুলের আবির্ভাব। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন দুখুমিঞা নামটি জীবনের ভূষণ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ান তিনি। সমকালীন পরিবেশই তাঁকে দিয়েছিল দুঃখ জয়ের মহৎ উত্তরাধিকার। শৈশবে সগৌরবে নিম্নপ্রাথমিকে উত্তীর্ণ, ফারসি শিক্ষা, লেটোগান লেখা। এরপর মাথরুণ হাইস্কুলে প্রবেশ, যেখানে প্রধান শিক্ষক কুমুদরঞ্জন মল্লিক—এক আশ্চর্য কিশোর প্রতিভার লক্ষণ যাঁর নজর এড়ায়নি। মেধা প্রখর কিন্তু গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে সীমাহীন আর্থিক সংকট। কাজ নেন আসানসোলের রুটি কারখানায়। পরে দারোগাবাবুর সহযোগিতায় ভর্তি হন দরিরামপুর স্কুলে, অল্পদিনেই সেখানকার পাট চুকিয়ে ফেরেন স্বপ্নমধুর চুরুলিয়ায়। এরপর, এক আত্মীয়ের সাহায্যে ভর্তি হন শিয়াড়সোল রাজ হাইস্কুলে, জয় করেন শিক্ষকদের হৃদয়। বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বন্ধুরূপে পেলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে। বহিঃপ্রকাশ ঘটতে লাগল আবাল্য ইংরেজ বিদ্বেষের, কিশোর মন আবদ্ধ হয়েছে দেশমাতৃকার স্নেহ বন্ধনে, যা তাঁকে বঙ্গসরস্বতীর শুচিশুভ্র অঙ্গন থেকে নিয়ে যায় কঠিন সংগ্রামের রণভূমিতে।

ওয়াহাবি আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, সোভিয়েত বিপ্লব, খিলাফৎ, অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা নজরুলের মানসিকতাকে পুষ্ট করেছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেননি বরং সকলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত থেকে নিজস্ব স্বাধীন মতবাদকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জনমানসে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও চেয়েছিলেন তিনি। শুধুমাত্র স্বাধীনতার আশ্বাসই দাসত্ব ঘোচাতে পারে না। তাই 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় লিখলেন—

> স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
> কত শত কোটী ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস।[১]

প্রকৃত স্বরাজ হস্তগত হয় না; স্বাধীনতা সূর্যের অকৃপণ আলোকে দেশ উদ্ভাসিত হয় না। সন্ত্রাস, হত্যা, শাসন-শোষণ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, স্বার্থপরতার কানাগলিতে বহু প্রাণ বলিদান হয়, সাম্রাজ্যবাদী লোভ-লালসায় অজস্র প্রাণ হয় উৎসর্গীকৃত, তবুও জাতি-অহিংসার মন্ত্রে মগ্ন থাকে। রক্তপিপাসু বাঘকে ঘাস খাওয়ার অনুরোধ জানায়। অসম্ভব অবাস্তব কল্পনায়, জনজীবন-যন্ত্রণায় দেশের আকাশ-বাতাস ভারী। বেদনা নিরুদ্ধ আবেগের প্রকাশ ঘটে নজরুলের